OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 682 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 682 - 685
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বৈদিক যুগে নারীর ক্ষমতায়ণ : একটি পর্যালোচনা

ঝিলিক শর্মা
SACT, সংস্কৃত বিভাগ
বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, হুগলি
Email ID : jhiliksharma09@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Vedas, Ṛigveda, Female, Education, Weapon Handling, adorn.

Abstract

The Vedic Age was a significant period in the development of Indian civilization and culture.There is some debate about the status of women in ancient India. Generally, it is said that women held a high position during the Vedic Age. Even though the birth of a daughter was not always welcomed in the patriarchal society, there was no negligence in her care and upbringing. Education for girls was also given due importance.

Women like Ghosha, Apala, and Vishwavara composed Vedic hymns. In the Upanishadic era, philosophers like Gargi emerged, who even participated in debates with scholars like Yajnavalkya. Women of higher castes used to take part in rituals and sacrifices alongside their husbands. They also had rights to property and could remarry if they wished after their husband's death.

In the early Rigvedic period, marriage was not mandatory for women. The practice of sati (widow burning) did not exist at that time, and widow remarriage was accepted. There is no mention of sati or self-immolation in the Atharvaveda period either.

In the early Rigvedic era, women were not confined to the home. We find names like Mudgalini and Vishpala, who even took part in wars. Women were regarded as Matridevi (divine mothers or embodiments of Shakti), symbols of exceptional tolerance and sacrifice, and thus they held an honored position in society. In epics and Puranas, women were also associated with property.

Discussion

ভারতের একটি মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস পাঁচ হাজারেরও বেশি সময় ধরে জ্ঞাত রয়েছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ এই দেশে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষ বৈচিত্র্যময় জীবনধারার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করে। অতীতের আদলে গঠিত বর্তমান সময়ে নারীর অবস্থান নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা উচিত। এই প্রেক্ষাপটে, বৈদিক সাহিত্যে নারীর অবস্থান অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদে নারীর অবস্থানের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 682 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈদিক ভারতে নারীর অবস্থা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে, সেই সময়ের শিক্ষা ও শিক্ষার ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা যায় না। বৈদিক যুগে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমান অধিকারী ছিলেন। সেই সময়কালকে বিশ্লেষণ করলে আমরা অনেক নারী ঋষির নাম পাই, যারা বেদের বাণী প্রচার করেছিলেন। শুধুমাত্র স্তবগানই নয়, তারা পুরোহিতের মত যজ্ঞও করতেন এবং দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দিতেন। এটিকে নারীর মর্যাদার প্রতীক হিসাবে ধরা হয়েছে। ঋগ্বেদের বারো বা পনেরোটি স্তবগান ঐতিহ্যগতভাবে নারী ঋষিদের দ্বারা সৃষ্ট।

বৈদিক অধ্যয়নে আমরা লোপামুদ্রা, গার্গী এবং মৈত্রেয়ীর মত অনেক মহিলার নাম দেখতে পাই যারা মহান বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরমাত্মা বিষয়ক অভূতপূর্ব জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন। রাজকন্যা ঘোষা এমন এক ব্যাক্তিত্ব যিনি বহু ঋগ্বেদীয় গ্রন্থের বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। তিনি বিবাহ না করে জ্ঞানার্জনের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

নারীদের রাজনৈতিক শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত ছিল। নারীরা বিতর্ক ও আলোচনা সভায় পুরুষ প্রতিপক্ষের সাথে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় একই স্তরে দাঁড়াতে পারতেন। উপযোগী বক্তব্য বা মতামত প্রকাশ করতে পারতেন। বৈদিক যুগে কন্যারা পুত্রের মতোই শিক্ষালাভ করতে পারতেন। 'বৃহদারন্যক' উপনিষদ এমন এক পিতার কথা বলেছে যিনি তার কন্যাকে পন্ডিত বানাতে চেয়েছিলেন - "দুহিতারো মে পণ্ডিত জযেতা।"[১] তৎকালে গুরুকুল নামে পরিচিত শিক্ষক পরিবার ছিল যেখানে মহিলা ছাত্রীরা তাদের আচার্যদের সান্নিধ্যে থেকে ভাইবোনের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'উত্তররামচরিত'-এ বাল্মীকির আশ্রমে রামের পুত্র লব-কুশের সঙ্গে আত্রেয়ীর বেদান্ত পাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे भूयाँसा उद्गीथविदो वसन्ति।
तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपार्श्वादिहा पर्यतामी।।"[২]

'বৃহদারন্যক উপনিষদ' - এ জনক কর্তৃক আহুত আলোচনা সভায় গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে তর্কবিদ্যার লড়াইয়ের উল্লেখ দেখা যায়। এই বিতর্ক বক্তৃতা থেকে অনুমিত হয় যে, গার্গী সামাজিক অবস্থানে যাজ্ঞবল্ক্যের সমান ছিলেন। উপনিষদে বেশ কিছু নারী শিক্ষিকার নাম পাওয়া যায়। যেমন - সুলভা, প্রথিতেয়ী, মৈত্রেয়ী, কার্যকাশিনী প্রমুখ। অনেক শিক্ষিত নারীই শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। যারা নিজেরা শিক্ষক ছিলেন তারা উপাধ্যায়ী নামে পরিচিত ছিলেন আর শিক্ষকের স্ত্রী-গণ উপাধ্যায়ণি নামে পরিচিত ছিলেন।

বৈদিক যুগে নারীরা সাধারণত রঙিন শাড়ি ও গহনা পরিধান করতে পছন্দ করতেন। তাদের পোশাকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট ছিল। রামায়ণে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিষয় পাওয়া গিয়েছিল। দীর্ঘ বনবাসের পর রামের অযোধ্যায় প্রবেশকালে পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা জানানোর পরবর্তী সময়ে অবিবাহিত মহিলা, মন্ত্রীরা, বণিকরা তাকে অভ্যর্থনা জানান। মহাভারতে অর্জুনের নির্বাসনকালে চিত্রাঙ্গদার নাম যাঁরা পাই একজন দক্ষ যোদ্ধা হিসাবে। সুভদ্রা ছিলেন একজন দক্ষ রথ-চালক বা সারথি। মৃদগলিনী রথ পরিচালনা করতেন এবং সশস্ত্র হয়ে দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। বিসপালা যুদ্ধে তাঁর একটি পা হারান, অশ্বিনীর কৃপায় লৌহ পা ব্যাবহারে সক্ষম হন। পাণিনি বলেছেন যে সকল নারীগণ কঠ উপনিষদে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তাদের বলা হত 'কণ্ঠী', কল্পতে যাঁরা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাদের বলা হত 'কল্পী'। মহিলারা তর্কসভায় বিচারকের আসনও গ্রহণ করতেন। যেমন - শঙ্করাচার্যের সঙ্গে মদন মিশ্রের তর্কসভার বিচারক ছিলেন মদন মিশ্রের স্ত্রী উদায়ভারতী।

নারীদের কাছে ঋগ্বেদীয় মন্ত্র প্রকাশিত হয়েছিল। অথর্ব বেদে বলা আছে ব্রহ্মচর্য সমাপন না করলে একজন কুমারী বিবাহযোগ্য হিসাবে গণ্য হন না। মেয়েদের বেদ ও বিজ্ঞান চর্চা করে নিজেদের চরিত্র গঠন করে তবেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করা হত। একজন কুমারী কন্যা পৈত্রিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতেন।[৩] ঋগ্বেদীয় যুগে নারীর স্বামী নির্বাচনের অধিকার ছিল।[৪] একজন নারী তার শ্বশুরালয়ে সম্মানিত হতেন। বৈদিক যুগে নারীরা তার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 682 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বামীর সাথে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে পারতেন।[৫] যার স্ত্রী জীবিত থাকতো কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি যজ্ঞ করতে পারতেন। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র[৬] এবং কাত্যায়নসূত্র[৭] সেই বৈদিক মন্ত্রগুলিকে বোঝায় যার ঋষিরা ছিলেন নারী। এইভাবেই বেদে আমরা শিক্ষিত নারীর সন্ধান পাই।

বৈদিক ভারতের যুগে নারীদের কখনোই পুরুষ ব্যক্তিত্বের চেয়ে নিকৃষ্ট করে গণ্য করা হতো না। বরং সর্বদা কেবল একটি একক সত্তায় অন্তর্নিহিত দুটি ভিন্ন রূপ হিসাবে বিবেচিত হত। তাই বৈদিক যুগে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সমান ভূমিকা পালন করত। সেই সময় সচ্ছল পরিবারগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। মেয়েরা ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারত। উপনয়ন বা বৈদিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক দীক্ষা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য সাধারণ ছিল।

বৈদিক যুগে নারীদের সম্মান অনেক উচ্চতায় পৌঁছেছিল তাদের পরম জ্ঞানের প্রতীক দেবী সরস্বতী হিসাবে শ্রদ্ধা করা হত এবং যথাক্রমে কালী, লক্ষ্মী[৮] এবং শক্তির মত অন্যান্য দেবীর নামকরণ করা হত। ঋগ্বেদের সময়কালে পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), যোদ্ধা (ক্ষত্রিয়), কৃষক (বৈশ্য), ভূমিদাস (শূদ্র) স্ফটিক আকার ধারণ করেছিল। তাদের আজও অস্তিত্ব আছে। শিক্ষার অধিকারে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা ছিল।

ঋগ্বেদে পাওয়া গেছে যে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একসাথে যজ্ঞানুষ্ঠান ও পাঠ করতেন। "যা দম্পতী সমনসা সুনুতা আ চ ধাবতঃ। দেবসো নিত্যাহিরা"[৯] ব্রাহ্মণ মেয়েদের বৈদিক বিদ্যা ও ক্ষত্রিয় মেয়েদের ধনুক ও তীর ব্যাবহার শেখানো হত।

"परिवृक्तेवा पतिविद्यामनाट् पीप्यना कृचक्रेणेव सिनचन्।
एषेष्या सिद्रथ्या जायेम सुमङ्गलं सिनवदस्तु सतम्।।"[১০]

মুদগলের স্ত্রী যুদ্ধে তার শক্তি প্রদর্শন করে নিজের স্বামীর সম্পদ রক্ষা করেছিল। বেদে নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্র স্ত্রীরাই পাঠ করতেন। নারীরা বেদের মন্ত্র রচনা করতেন এবং তাদের 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হত। সেই সময় বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি ছিল। নারীদের ঘরোয়া ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। অবিবাহিত মহিলাদের বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য করা হত কারণ কেবল শিক্ষিত মহিলারাই সঠিকভাবে বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে সক্ষম ছিলেন।

পাখি যেমন দুটি ডানার ওপর নির্ভর করে আকাশে উড়ে বেড়ায় তেমনি নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের শক্তি নিশ্চিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈদিক ঋষিদের ধারণা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। বৈদিক সংস্কৃতিতে বহু বছর ধরে নারীদের সর্বোচ্চ স্তরের সম্মান এবং স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সাথে সুরক্ষাও দেওয়া হয়েছে। নারী ঋষিরা সংখ্যায় খুব কম সংখ্যক হলেও বৈদিক কালীণ সমাজে জন্য তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

Reference:

১. বৃহদারণ্যকোপনিষদ; ৫.৪.১৭
২. উত্তররামচরিত; ২.৩
৩. ঋগ্বেদ; ২.১৭.৭
৪. তদেব; ১০.২৭.১২
৫. তদেব; ১.৭২.৫, ১.১৩১.৩, ৫.৩.২
৬. আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র; ১.১১.১
৭. কাত্যায়নসূত্র; ৫.১০.৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 682 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. মুন্ডকোপনিষদ; ১.২.৪
৯. ঋগ্বেদ; ৮.৩১.৫
১০. তদেব; ১০.১০২.১১

Bibliography:

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র, সম্পা. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৪০৯
উত্তররামচরিত, সম্পা. বিমলা দাসগুপ্তা, কলকাতা : দি মডার্ণ পাবলিশিং হাউস, ১৩২৮
উপনিষদ, সম্পা. অতুল চন্দ্র সেন & সীতানাথ তত্ত্বভূষণ & মহেশচন্দ্র ঘোষ। কলকাতা : হরফ, ২০০০
বৃহদারন্যক উপনিষদ, সম্পা. সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, কলকাতা : কলিকাতা ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ১৯২৮
ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৬০
ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য*। কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রবন্ধসংগ্রহ ১*। কোলকাতা, গা ঙ চিল, ২০১২
ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রাচীন ভারতঃ সমাজ ও সাহিত্য*। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩
Chaudhary, Jitindra Bimal, *Position of Women in Vedic Rituals*. New Delhi: Gyan Publishing House, 2020
Katyayan Shrauta Sutram, Ed. Vidya Dhar Sharma. Delhi : Chaukhamba Sanskrit Pratisthan, 2005
Yájñavalkya. *Yájñavalkya Smṛti*, Ed. W. L. Sastri, Bombay : Nirnaya Press, 1936
Rig-veda Sahita : A Collection of Ancient Hindu Hymns, Ed. H.H.Wilson, Kolkata : Sanskrit College Library, 1866